বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন
কক্ষ নং- ২৬১, ২৬২ ও ২৬৩
জাতীয় হকি ষ্টেডিয়াম
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

১৯/১২/২০০৫

গঠনতন্ত্র

ধারা - ১

শিরোনাম ও এলাকা ঃ

এই গঠনতন্ত্রকে (অতঃপর গঠনতন্ত্র হিসেবে অভিহিত) বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন এর গঠনতন্ত্র বলা হবে। সমগ্র বাংলাদেশ এর আওতাধীন হবে।

ধারা - ২

সংজ্ঞা ও পরিধি ঃ

জাতীয় ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন বলতে ব্যাডমিন্টন খেলাধূলার প্রসার ও উন্নতির জন্য জাতীয় পর্যায়ে ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক সংগঠনকে বুঝাবে। সর্বশেষ সংশোধীনসহ পঠিতব্য ১৯৭৪ সনের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইনের তফসিলে বর্ণিত সংগঠন সমূহ এর অন্তর্ভূক্ত হবে। এছাড়া ক্রীড়া পরিষদ আইনের ১০, ১২ ও ১৯ ধারা বলে গঠিত সংগঠন এর অন্তর্ভূক্ত হবে।

ধারা - ৩

পতাকা ও বিবরণঃ

বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের নিজস্ব পতাকা থাকবে এবং তা জতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রাক-অনুমোদনে তৈরী হবে।

ধারা - ৪

সদর দপ্তরঃ

বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সদর দপ্তর সাধারণতঃ রাজধানী ঢাকাতে হবে। তবে প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে ফেডারেশনের সদর দপ্তর অবস্থিত হলে তা গঠনতন্ত্রের এই ধারার পরিপন্থী নয় বলে বিবেচিত হবে। নির্বাচিত সাধারণ পরিষদ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

(চলমান পাতা/২)

ধারা-৫

ফেডারেশন সমূহের কার্যপরিধিঃ

১। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের নিম্নেবর্ণিত কার্যাদি থাকবেঃ

ক) সংশ্লিষ্ট খেলার যাবতীয় কার্যাদি সমগ্র বাংলাদেশ প্রসার, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করা।

খ) সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক ফেডারেশন থেকে স্বীকৃতি গ্রহণ।

গ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে সংশ্লিষ্ট খেলার বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান।

ঘ) সংশ্লিষ্ট খেলার প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা ও কার্যক্রম তৈরী করা।

ঙ) সংশ্লিষ্ট খেলার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

চ) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতা, টুর্ণামেন্ট প্রদর্শনী খেলা ইত্যাদির আয়োজন।

ছ) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও টুর্ণামেন্টে জাতীয় দলের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাপনা।

জ) দরিদ্র ও খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের কল্যাণে সহায়তা করা।

ঝ) সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন সমূহকে মঞ্জুরী ও সুবিধাদি প্রদান।

ঞ) সংশ্লিষ্ট খেলার উপর বই, পত্রিকা, স্মরণীকা প্রকাশ ও গ্রন্থাগার স্থাপন।

ট) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া বিষয়ক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা, প্রশিক্ষণ শিবির ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

ঠ) সংযুক্ত ক্রীড়া সংস্থা/সংগঠন/ক্রীড়াবিদদের মধ্যে শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান।

ড) বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন এবং তাদের কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।

ঢ) উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক হতে পারে এমন প্রয়োজনীয় কার্যাদি সমাপনে বাংলাদেশ সরকার অথবা সংশ্লিষ্ট খেলার আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্দেশাবলী পালন।

ণ) ফেডারেশনের নিজস্ব কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ধারা - ৬

"অধিভূক্ত সংগঠন সমূহ"ঃ

১। জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত সংস্থা সমূহ বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকবে ঃ

ক) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা

খ) জেলা ক্রীড়া সংস্থা

গ) সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

ঘ) বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

(চলমান পাতা/৩)

ঙ) নৌ বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
চ) বাংলাদেশ রাইফেলস ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
ছ) বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
জ) বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
ঝ) প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড
ঞ) প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবলিক)

তবে যে সংস্থাসমূহ গত ৪টি জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ন্যুন্নতম ১ বার অংশগ্রহণ করেছেন শুধু তাদের অন্তভূক্তি বিবেচনা করা হবে। তবে ২০০৫ সালের নির্বাচনের পরে ৪টি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় নূন্যতম ২বার অংশগ্রহন করতে হবে।

২। স্বশাসিত সংস্থা / বেসরকারী বানিজ্যিক সংস্থা যারা সরাসরি জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপে অংশগ্রহণ করে এবং দেশে ক্রীড়া বিস্তারে মূল্যবান অবদান রাখে, তাদেরকে ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনে সরাসরি অন্তভূক্তি দেওয়া যেতে পারে তবে গত ৪টি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় নূন্যতম ২বার অংশগ্রহণ করতে হবে।

ধার - ৭

"সাধারণ পরিষদ"ঃ

১। ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সাধারণ পরিষদ নিম্নবর্ণিত ভাবে গঠিত হবেঃ

ক) প্রতি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে একজন করে প্রতিনিধি
খ) প্রতি জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে একজন করে প্রতিনিধি তবে ৪টি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ন্যুন্নতম ১ বার অংশগ্রহণ করতে হবে। তবে যে সব জেলা ক্রীড়া সংস্থা নিয়মিত লীগ আয়োজন করে কিন্তু জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে নাই তারাও কাউন্সিলার হতে পারবে।
গ) ধারা-৬ এ বর্ণিত সংস্থা থেকে একজন প্রতিনিধি করে।
ঘ) খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠক/সংশ্লিষ্ট খেলায় জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রাপ্তদের মধ্য থেকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ৫ জন প্রতিনিধি।
ঙ) বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের আওতাধীন ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগীতা মহানগরী কমিটির মাধ্যমে পরিচালনা করলে উক্ত মহানগরী কমিটির সাথে সংযুক্ত ক্লাব সমূহ যারা বিভিন্ন বিভাগের লীগ খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে তারা নিম্ন বর্ণিত হারে প্রতিনিধি প্রেরণ করবে।

(চলমান পাতা/৪)

ফেডারেশনের সর্বশেষ নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তি হবেন।

সংশ্লিষ্ট খেলার জাজেস এসোসিয়েশন এর ১ জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হবেন (যদি থাকেন)।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ১ জন প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হবেন (যদি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সমন্বয়কারী সংস্থা থাকে)।

স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/সংগঠক সরাসরি সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন।

১) নির্বাচনের তফছিল ঘোষনার পূর্বে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ লীগ খেলার উপর ভিত্তি করে প্রতিনিধি নির্ণিত হবে।
২) সকল প্রথম বিভাগ দলের ১ (এক)জন করে প্রতিনিধি
৩) দ্বিতীয় বিভাগের ৪ (চার)টি দলের ক্রমিক নং ১ থেকে ৪ জন প্রতিনিধি
৪) জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ১ জন প্রতিনিধি।

ধারা - ৮

১। **কার্যনির্বাহী পরিষদঃ**

সভাপতি	-	১ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)
সহ-সভাপতি (অনধিক)	-	৪ জন (নির্বাচিত)
সাধারণ সম্পাদক	-	১ জন (নির্বাচিত)
যুগ্ন-সম্পাদক	-	২ জন (নির্বাচিত)
কোষাধ্যক্ষ	-	১ জন (নির্বাচিত)
সদস্য	-	১৬ জন (নির্বাচিত)
সদস্য	-	২ জন (জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)
মোট	=	২৭ জন

২। ক) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অধ্যাদেশের ২০ ধারানুযায়ী ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতি সরাসরি সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন।

৩। **কোরামঃ**

সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কোরাম ১/৩ সদস্যের উপস্থিতিতে হবে।

ধারা - ৯

পদাধিকারীদের নির্বাচন মনোনয়নের যোগ্যতাঃ

১। পদাধিকার বলে মনোনীত সদস্য বাদে জাতীয় ফেডারেশনের সহ-সভাপতি এমন ব্যক্তিগন হবেন যারা হয় খ্যাতনামা খেলোয়াড়/ক্রীড়াবিদ অথবা সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। এছাড়াও যে সকল ব্যক্তিগণ নিয়মিত আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন এবং ভবিষ্যতে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবেন। তাদেরকে সম্মানজনক সামাজিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতারও অধিকারী হতে হবে।

২। ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী পরিষদ বর্তমান গঠনতন্ত্রের বিধি ও উপ-বিধিমালা অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবে।

৩। কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদকের পদ মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারন দ্বারা শূন্য হলে ফেডারেশন সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামত নিয়ে পদশূন্য হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে এ স্থান পূর্ণ করবেন। তবে এ ব্যাপারে পূর্বোক্ত ধারায় বর্ণিত যোগ্যতার প্রতিফলন করতে হবে।

ধারা - ১০

তহবিলঃ

ফেডারেশনের সকল তহবিল দপ্তরে অবস্থিত যে কোন সরকার অনুমোদিত ব্যাংকে রাখতে হবে। সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যুগ্মভাবে তা পরিচালনা করবেন।

ধারা - ১১

পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণঃ

১। ফেডারেশন নিম্নবর্ণিতভাবে পরিদর্শিত হবে ঃ

ক) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক নিয়োজিত কমপক্ষে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পন্ন কোন পদাধিকারী ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের বিষয়াদি পরিদর্শন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট জাতীয় ফেডারেশন এ ধরনের পদাধিকারীকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা করবেন।

২। **ফেডারেশনের বার্ষিক ও বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা নিম্নবর্ণিত উপায়ে সম্পাদিত হবে ঃ**

ক) সংশ্লিষ্ট ফেডারেশন অর্থ বছর শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে নিজস্ব বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করবে।

খ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রয়োজনবোধে ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের বার্ষিক/বিশেষ হিসাব নিরীক্ষা করতে পারবে।

গ) ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতি অথবা সভাপতি কর্তৃক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত সদস্য মর্যাদা সম্পন্ন যে কোন পদাধিকারী বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট খেলার বিষয়াদি পরিদর্শন করতে পারবেন। পরিদর্শনাধীন সংস্থার পদাধিকারীগণ এই পরিদর্শনে সকল প্রকার সহায়তা দিতে বাধ্য থাকবেন।

ধারা - ১২

অর্থ বছরঃ

অর্থ বছর হিসাবে ১লা জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কে ধরা হবে।

ধারা - ১৩

কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদঃ

বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের পদাধিকারীদের কার্যকাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি হওয়ার পরে কার্যভার গ্রহণের দিন থেকে ৪ বছর মেয়াদের হবে।

ধারা - ১৪

নির্বাচনঃ

নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি মেয়াদ শেষে বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নির্বাচন কমিশন গঠন এবং যথারীতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন

ধারা - ১৫

খেলোয়াড় কল্যাণ তহবিলঃ

জাতীয় ফেডারেশন চ্যারিটি/প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করে আইনানুগ পন্থায় কল্যাণ তহবিল তৈরী করতে পারবে।

(চলমান পাতা/৮)

ধারা - ১৬

খেলোয়াড় নিবন্ধিকরণঃ

ফেডারেশন কর্তৃক পরিচালিত ও অনুমোদিত সকল খেলায় অংশ গ্রহণকারী খেলোয়াড়দেরকে সংশ্লিষ্ট ফেডারেশন কর্তৃক তৈরী বিধি/উপ-বিধি অনুযায়ী নিবন্ধিকৃত হতে হবে।

ধারা - ১৭

বিধি ও উপ-বিধিঃ

এই গঠনতন্ত্রের সংস্থান সমূহের যথাযথ ও কার্যকর প্রয়োগের জন্য ফেডারেশন বিধি/উপ-বিধি তৈরী করতে পারবে।

ধারা-১৮

সংশোধন ও নির্দেশ ঃ

১। সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন এই গঠনতন্ত্র এবং এর যে কোন ধারা বা উপ-ধারা সংশোধন/বাতিলের নির্বাহী কমিটির কর্তৃত্ব থাকবে। তবে পরবর্তীতে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অবহিত করা হবে।

২। জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সকল নিবন্ধিকৃত সংস্থা/খেলোয়াড়/কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন বিতর্কিত বিষয়ে আদালতের স্মরনাপন্ন না হয়ে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সমঝোতার বা গ্রহণযোগ্য মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মিমাংসা করবে। সংশ্লিষ্ট খেলার ফেডারেশন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অথবা ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে মধ্যস্থতাকারীর মধ্যস্থতায় সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট হবে। বিতর্কিত বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং কোন পক্ষই গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করবে না।

ধারা - ১৯

গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যাঃ

এই গঠনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়নি এমন কোন বিষয়ে এবং এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপ-ধারা সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তা প্রযোজ্য হবে।

ধারা - ২০

নির্বাচন পরিচালনা ঃ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ প্রণীত নির্বাচন বিধিমালা অনুসারে এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে।

ধারা - ২১

সাধারণ কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

সাধারণ কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্যপরিধি হবেঃ

ক) ফেডারেশনের নীতি প্রনয়ন করা এবং নীতির উপর ভিত্তি করে তা পরিচালিত করা।

খ) ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা।

গ) ফেডারেশনের কোন বিধি কিংবা উপ-বিধি লংঘনের জন্য শাস্তি প্রদান করা।

ঘ) ফেডারেশনের তহবিল নিয়ন্ত্রণ করা।

ঙ) ফেডারেশনের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করা।

চ) অডিটর নিয়োগ করা এবং পারিতোষিক নির্ধারণ করা।

ছ) প্রতি বৎসরের আয়-ব্যয় ও ব্যালেন্সশীট পরীক্ষা করা, প্রত্যায়ন করা এবং তাহা অনুমোদন করা।

জ) কমিটি এবং উপ-কমিটি নিয়োগ করা।

ঝ) প্রয়োজনে ফেডারেশনের বিধি, উপ-বিধি এবং গঠনতন্ত্রের সংশোধন করা।

ঞ) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নতুন শাখা সদস্যকে প্রদত্ত স্বীকৃতি অনুমোদন করা।

ট) দোষী সাব্যস্থ হলে কোন সদস্য শাখা বা অফিস কর্মকর্তাকে সাসপেন্ড করা।

ঠ) সাধারণ কাউন্সিলের বিশেষ সভায় উপস্থিত মোট সদস্যদের মোট সংখ্যাগরিষ্ঠ চারের তিন অংশ দ্বারা কোন অনুমোদিত কোন সিদ্ধান্তের বলে ফেডারেশনের কোন অফিস কর্মকর্তাকে বহিস্কার করা।

ড) ফেডারেশনের তহবিল বৃদ্ধি করা ও তাহা নিয়ন্ত্রণ করা।

ঢ) ফেডারেশনের নিয়ম বিধি ব্যাখ্যা প্রদান এবং প্রচলিত নিয়ম বিধির আওতাভূক্ত নহে এমন সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা।

ণ) গঠনতন্ত্রের অন্য কোথাও বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করা বা ফেডারেশনের উদ্দেশ্য পরিপুরনের জন্য প্রয়োজনে কিছু করা।

ত) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ে শাস্তি মুলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপীল সমূহ বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করা।

(চলমান পাতা/৯)

ধারা - ২২

নির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যপরিধিঃ

নির্বাহী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যপরিধি হবেঃ

ক) ফেডারেশনের বার্ষিক ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালনা করা।
খ) সাধারণ পরিষদের চুড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে ফেডারেশনের সদস্য হইতে ইচ্ছুক এমন সংগঠনকে সাময়িক স্বীকৃতি প্রদান।
গ) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ৭ দিনের মধ্যে নির্বাহী কমিটির আহবানকৃত প্রথম সভায় নিম্নে বর্ণিত বোর্ড ও স্থায়ী কমিটি গঠন করা।

স্থায়ী কমিটিঃ

১। ষ্ট্যান্ডিং কমিটিঃ ফেডারেশনের জরুরী কার্যাদি সম্পন্ন করার জন্য এবং গতিশীল করার জন্য গঠন করতে হবে এবং নির্বাহী কমিটির অনুমোদিত কার্যাদি সম্পন্ন করবে এবং প্রতি তিন মাসে নির্বাহী কমিটিকে পূর্ণ প্রতিবেদন প্রবহিত করবে।
২। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন কোর্ট অফিসিয়াল কমিটি।
৩। ফাইনাল উপ-কমিটি।
৪। সিলেকশন উপ-কমিটি।
৫। টুর্ণামেন্ট উপ-কমিটি।
৬। প্রশিক্ষণ (কোচিং) উপ-কমিটি।

ইহাদের দায়-দায়িত্ব কার্য প্রনালী নির্বাহী কমিটি স্থির করবেন।

ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সদস্য অবৈতনিক।

নোটঃ নির্বাহী কমিটি মনে করলে প্রয়োজনবোধে কাজ সম্পাদনের জন্য অন্য যে কোন উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।

ঙ) সাধারণ কাউন্সিলে আপীলের সুযোগ দান সাপেক্ষে শৃঙ্খলাজনিত বিষয় অসদাচারণ, বিরোধিতা, আপীল, নিয়ম কানুন ও উপ আইনের ব্যাখ্যা দান, ব্যক্তি সদস্য বা সদস্য শাখার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করার বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
চ) শাখা সদস্য কর্তৃক গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অনুমোদন করা এবং প্রয়োজনবোধে পর্যালোচনা করা।
ছ) নির্বাহী কমিটি, অন্য কমিটি এবং সাব কমিটির শুন্য পদ পূরণ করা।
জ) প্রয়োজনবোধে কর্মচারী নিয়োগ করা এবং তাহাদের পারিতোষিক নির্ধারন করা।
ঝ) ক্রীড়াবিদ ও কর্মকর্তাদের ব্যাডমিন্টন খেলায় সাহায্য সহযোগিতা করা, উপদেশ দেওয়া এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
ঞ) বিভিন্ন বিষয়ে অফিসিয়ালদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং ফল প্রকাশ করা, সনদ পত্র জারী করা এবং এতদসংক্রান্ত রেজিষ্টার সংরক্ষন করা।
ট) সাধারণ সম্পাদকের পেশকৃত বার্ষিক রিপোর্ট কোষাধ্যক্ষের বার্ষিক হিসাব ও বার্ষিক বাজেট ইত্যাদি বিবেচনা করা এবং এই গুলি সাধারণ পরিষদে পেশ করা।

ঠ) প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, এশিয়ান ব্যাডমিন্টন কনফেডারেশন, আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন ও অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন সংগঠন এবং ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সংগে সম্পর্ক সৃষ্টি ও তা বজায় রাখা।

ড) জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ, প্রদর্শনী ম্যাচ, কোন উৎসব উপলক্ষে টুর্ণামেন্ট এবং জাতীয় ও আন্ত র্জাতিক প্রতিযোগিতা ও খেলার ব্যবস্থা করা।

ঢ) অল্প বয়স্কদের জন্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

ণ) গঠনতন্ত্রের অন্যত্র বর্ণিত কিংবা ফেডারেশনের উদ্দেশ্য সাধানের সহায়ক এমন ধরণের কাজ সম্পন্ন করা।

ত) বৎসরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করা।

থ) জাতীয় টিম নির্বাচন, আম্পায়ার, টিম ম্যানেজার, প্রশিক্ষক (কোচ), কারিগরী প্রতিনিধি দল নিয়োগ ও অনুমোদন করা এবং দেশে এবং দেশের বাহিরে ফেডারেশন ও টিমের সুখ্যাতি বৃদ্ধি পায় এইরূপ কাজ করা, জাতীয় টিমের বিদেশ ভ্রমন এবং বিদেশী টিমের আগমন অনুমোদন করা।

ধারা-২৩

নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব কার্যাবলীঃ

"ক" সভাপতির কার্য পরিধি ঃ

১। তিনি ফেডারেশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সম্পর্কিয় কোন ব্যাপারে তাহার ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।

২। তিনি জরুরী বা তলবী সভা আহবান করতে পারবেন।

৩। নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি কর্মচারী নিয়োগ করবেন।

৪। নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তার পদ শুন্য হইলে তাহা পুরণ না হওয়া পর্যন্ত তাহার দায়িত্ব নির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যকে তিনি অর্পন করতে পারবেন।

৫। গঠনতন্ত্রের অন্যত্র উল্লেখ রহিয়াছে এইরূপ অন্যান্য কার্যাবলী তিনি সম্পাদন করিবেন এবং ফেডারেশনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।

সহ-সভাপতি ঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি নির্বাহী কমিটির মতামতের ভিত্তিতে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতিদের মধ্য হইতে একজনকে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হিসাবে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিবেন এবং তাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যকে ভোটের মাধ্যমে সভাপতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

(চলমান পাতা/১১)

সাধারণ সম্পাদক ঃ

১। সভাপতির (প্রেসিডেন্ট) অনুমতি নিয়া সভার আহবান ও সভার নোটিশ জারী করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করার ব্যবস্থা করবেন।

২। সাধারণ পরিষদ এবং নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করবেন।

৩। ফেডারেশনের তরফ হইতে সকল পত্র যোগাযোগ করবেন।

৪। ফেডারেশনের নথিপত্র, রেজিষ্টার, ইনভেন্টরী ইত্যাদি সংরক্ষনের ব্যবস্থা করবেন।

৫। ট্রেজারারের সংগে চেক স্বাক্ষর করবেন।

৬। পেমেন্টের আদেশ প্রদান করবেন।

৭। ফেডারেশনের সকল রেকর্ডপত্র, সম্পত্তি ও কাগজপত্র এর রক্ষক হিসাবে কাজ করবেন।

৮। সাধারণ পরিষদ বা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক তাহাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

৯। অনুর্ধ ৫,০০০.০০ টাকার ইমপ্রেষ্ট তহবিল সংরক্ষণ ও ব্যয় করতে পারবেন।

১০। ফেডারেশনের নীতি নির্ধারণ বিষয়ে সহায়তা প্রদান করবেন।

১১। সকল কমিটিতে একা আক্রিসিও সদস্য হবেন।

১২। বার্ষিক রিপোর্ট তৈরী করবেন এবং তাহা সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী কমিটির সভায় পেশ করবেন।

১৩। ফেডারেশনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কিংবা গঠনতন্ত্র অন্যত্র উল্লেখ রয়েছে এমন ধরনের কাজ সম্পন্ন করবেন।

১৪। সংগঠনের দক্ষ ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটির অনুমতি নিয়া কতিপয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব যুগ্ম সম্পাদকদের অর্পণ করবেন।

যুগ্ম-সম্পাদক ঃ

নির্বাহী কমিটি বা সাধারণ পরিষদ কিংবা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ব দায়িত্ব তাহারা পালন করবেন এবং তাহার সাধারণ সম্পাদকের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সহায়তা করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে জেষ্ঠ্য যুগ্ম সম্পাদক এর দায়িত্ব পালন করবেন।

কোষাধ্যক্ষ ঃ

১। ফেডারেশনের তহবিল এর দায়িত্বে থাকবেন। নির্বাহী কমিটির অনুমোদন গ্রহণ পুর্বক বাণিজ্যিক ব্যাংকে তহবিল জমা রাখবেন। ব্যাংক রক্ষিত হিসাব সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যৌথভাবে পরিচালনা করবেন।

২। ফেডারেশনের সমুদয় অর্থ গ্রহণ করবেন এবং তাহার রশিদ প্রদান করবেন। বাজেটে বরাদ্দ প্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত বিল পরিশোধ করবেন।

৩। ব্যাংক চেক, হিসাব বহি, ভাউচার ইত্যাদি সহ হিসাব সংক্রান্ত রেকর্ড পত্রের ইনচার্জ হিসাবে থাকবেন।

ঠ) প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, এশিয়ান ব্যাডমিন্টন কনফেডারেশন, আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন ও অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন সংগঠন এবং ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সংগে সম্পর্ক সৃষ্টি ও তা বজায় রাখা।

ড) জাতীয় চ্যাম্পিয়নশীপ, প্রদর্শনী ম্যাচ, কোন উৎসব উপলক্ষে টুর্ণামেন্ট এবং জাতীয় ও আন্ত র্জাতিক প্রতিযোগিতা ও খেলার ব্যবস্থা করা।

ঢ) অল্প বয়স্কদের জন্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

ণ) গঠনতন্ত্রের অন্যত্র বর্ণিত কিংবা ফেডারেশনের উদ্দেশ্য সাধানের সহায়ক এমন ধরণের কাজ সম্পন্ন করা।

ত) বৎসরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করা।

থ) জাতীয় টিম নির্বাচন, আম্পায়ার, টিম ম্যানেজার, প্রশিক্ষক (কোচ), কারিগরী প্রতিনিধি দল নিয়োগ ও অনুমোদন করা এবং দেশে এবং দেশের বাহিরে ফেডারেশন ও টিমের সুখ্যাতি বৃদ্ধি পায় এইরূপ কাজ করা, জাতীয় টিমের বিদেশ ভ্রমন এবং বিদেশী টিমের আগমন অনুমোদন করা।

ধারা-২৩

নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব কার্যাবলীঃ

"ক" সভাপতির কার্য পরিধি ঃ

১। তিনি ফেডারেশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সম্পর্কিয় কোন ব্যাপারে তাহার ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।

২। তিনি জরুরী বা তলবী সভা আহবান করতে পারবেন।

৩। নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি কর্মচারী নিয়োগ করবেন।

৪। নির্বাহী কমিটির কোন কর্মকর্তার পদ শুন্য হইলে তাহা পুরণ না হওয়া পর্যন্ত তাহার দায়িত্ব নির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যকে তিনি অর্পন করতে পারবেন।

৫। গঠনতন্ত্রের অন্যত্র উল্লেখ রহিয়াছে এইরূপ অন্যান্য কার্যাবলী তিনি সম্পাদন করিবেন এবং ফেডারেশনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।

সহ-সভাপতি ঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি নির্বাহী কমিটির মতামতের ভিত্তিতে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতিদের মধ্য হইতে একজনকে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি হিসাবে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিবেন এবং তাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যকে ভোটের মাধ্যমে সভাপতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

(চলমান পাতা/১১)

৪। অডিট কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব পত্র সহ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকবেন।

৫। সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা করিয়া বার্ষিক বাজেট তৈরী করবেন এবং তাহা সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় পেশ করবেন।

৬। সাধারণ সম্পাদক এবং তিনি যুগ্মভাবে চেকে স্বাক্ষর করিয়া ব্যাংক হতে টাকা তুলবেন। সাধারণ সম্পাদক বা কোষাধ্যক্ষের অবর্তমানে সভাপতি চেক স্বাক্ষর করবেন।

৭। গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

৮। বাজেটে উল্লেখ নাই এমন কোন অনাকাংখিত ব্যয় সভাপতি পূর্ব অনুমোদন নিয়া করতে পারবেন। তবে এই ধরনের ব্যয় ১৫,০০০.০০ টাকার অতিরিক্ত হলে নির্বাহী কমিটির অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা - ২৪

সভাঃ

"ক" বার্ষিক সাধারণ সভাঃ

আর্থিক বৎসর সমাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মতে নির্ধারিত স্থান ও সময়ে সাধারন পরিষদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

নোটিশ ঃ

সাধারণ সম্পাদক সকল শাখা সদস্য, সদস্য এবং অফিস কর্মকর্তাদরে ২১ দিন পূর্ণ সময় দিয়ে সভার নোটিশ জারী করবেন।

কর্মসূচীঃ

১। পূর্ববর্তী সভার কার্য বিবরণী নিশ্চিত করণ করা।

২। সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক পেশকৃত বাৎসরিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন গ্রহণ করা।

৩। কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পেশকৃত নিরীক্ষা রিপোর্ট ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের প্রতিবেদন অনুমোদন করা।

৪। বাজেট অনুমোদন করা।

৫। অডিটর নিয়োগ ও পারিতোষিক নির্ধারণ।

৬। গঠনতন্ত্র সংশোধন (যদি প্রয়োজন হয় এবং নোটিশ প্রদান করা হয়ে থাকে)।

৭। অন্য কোন কার্যাবলী যাহার নোটিশ প্রদান করা হয়েছে যেমন- আপীল, এফিলিয়েশন অনুমোদন ইত্যাদি।

(চলমান পাতা/১৩)

৮। সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৯। অফিস বিয়ারার এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নির্বাচন। বার্ষিক রিপোর্ট, হিসাবের বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকল কাগজপত্র কার্যসূচীর সহিত সংযুক্ত করে সদস্যদের নিকট বিতরণ করতে হবে।

"খ" বিশেষ সাধারণ সভা ঃ

নির্বাহী কমিটি কিংবা সাধারণ পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত এর প্রেক্ষিতে অথবা সাধারণ পরিষদের কমপক্ষে ১৫ জন সদস্য এর লিখিত তলব মোতাবেক অথবা সভাপতির আহবানে সিদ্ধান্ত, তলব কিংবা সভাপতির নোটে উল্লেখিত বিষয়ে বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন করা যেতে পারে। সাধারণ সম্পাদক ২১ দিনের সময় দিয়ে এই ধরনের সভার নোটিশ সকল সদস্যদের কাছে প্রেরণ করবেন।

জরুরী এবং স্থগিত সভা ঃ

দফা সাত দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া নির্বাহী কমিটি অথবা সাধারণ পরিষদের যে সভা কোরামের অভাবে স্থগিত করা হয়েছিল তাহা অথবা জরুরী সভা সাধারণ সদস্যদের সহিত আলাপ করে সভাপতি আহবান করতে পারেন।

"গ" নির্বাহী কমিটির সভা ঃ

নির্বাহী কমিটি তিন মাসের মধ্যে অন্ততঃ একবার সভায় মিলিত হবে। দফা সহ সকল সদস্যদেরকে ৭ দিনের নোটিশ প্রদান করবেন।

"ঘ" বিশেষ জরুরী সভা ঃ

অত্যন্ত জরুরী কিংবা কোন নির্দিষ্ট প্রস্তাব অথবা কোন টেকনিক্যাল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভাপতির অনুমোদন ক্রমে সাধারণ সম্পাদক বিশেষ জরুরী সভা আহবান করতে পারেন। এই জন্য সদস্যদেরকে নোটিশ প্রদান করতে হবে।

"ঙ" তলবী সভাঃ

যখন সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী কমিটির সভা আহবান ব্যর্থ হন তখন কমিটির মোট সদস্যের ১/৩ অংশ লিখিতভাবে সভাপতিকে সভা আহবান করার আবেদন করতে পারবেন। সভাপতি সভার তলব প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে তলব পত্রে উল্লেখিত কার্যসূচী সহ সভার নোটিশ জারী করতে পারেন।

(চলমান পাতা/১৪)

"চ" সভায় ভোট কিংবা সম্মতি প্রদান ঃ

১। সাধারণ পরিষদ বা নির্বাহী কমিটির সকল সভায় হাত উঠাইয়া ভোট প্রদান করা হবে। তবে ১/৩ অংশ সদস্য ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভোট ব্যালট দ্বারা পরিচালিত হবে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে সকল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

২। যখন কোন সভা আহবান করা সম্ভব নয় তখন কোন ব্যাপারে জরুরী সিদ্ধান্ত এর প্রয়োজন হলে, নির্বাহী কমিটি তাহা প্রচারের মাধ্যমে করতে পারেন। প্রচারের মাধ্যমে গৃহীত এই রকম সিদ্ধান্ত পরবর্তী সভায় রেকর্ড করার জন্য পেশ করতে হবে।

ধারা - ২৫

রেজিষ্ট্রিকৃত টুর্ণামেন্ট ঃ

কোন সংগঠন/সংস্থা নিবন্ধিকৃত টুর্ণামেন্ট ব্যতীত অন্য কোন টুর্ণামেন্ট অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

ধারা - ২৬

ফি এবং চাঁদা ঃ

স্বীকৃতি (এফিলিয়েশন) ফি	-	টাঃ ২৫০/-
বাৎসরিক চাঁদা	-	টাঃ ১৫০/-
পুনঃ প্রবেশ ও স্বীকৃতিদান পুনঃ বহাল ফি	-	টাঃ ১০০/-

স্বীকৃতি ফি ঃ

প্রথম স্বীকৃতি দানের সময় স্বীকৃতি ফি আবেদন পত্রের সহিত পরিশোধ করতে হবে এবং আবেদন পত্র দাখিলের বৎসরের জন্য বাৎসরিক চাঁদা ও চাঁদার অংশ হতে সংকুলান করতে হবে।

বাৎসরিক চাঁদা ঃ

ক) ফেডারেশনের অফিসিয়াল বৎসরের প্রথম মাসে বাৎসরিক ভিত্তিতে ইহা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে (যেমন - জুলাই অথবা দুই মাস রেয়াতী সময় হিসারে সেপ্টেম্বর মাসে)।

খ) বৎসরের চাঁদা বা অন্য কোন পাওনা পুরাপুরি পরিশোধ করা না হলে কোন সদস্যদের ফেডারেশনের কোন সভা অথবা ইহার কোন কমিটি বা উপ-কমিটিতে ভোট দানের কোন অধিকার থাকবেনা।

(চলমান পাতা/১৫)

পুনঃপ্রবেশ বা স্বীকৃতিদন পুনঃ বহাল ফি ঃ

বকেয়া সহ বাৎসরিক চাঁদা পরিশোধ ত্রুটির কারণে যদি কোন শাখা সদস্য পদ বাতিল হয় তাহা হলে ইহা পরিশোধ করতে হবে।

ধারা - ২৭

স্বীকৃতিদানের প্রকৃতি ঃ

সংস্থা ও সংগঠন সমূহ যাহারা শাখা সদস্য হইবার যোগ্য তাহারা বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত যোগ্য হবে যদি -

ক) ইহা নিয়মতান্ত্রিকভাবে হইয়া থাকে।

খ) ইহার যথাযথ গঠনতন্ত্র থাকে।

গ) নিয়মিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

ঘ) স্বীকৃতিদানে ফি সহ সাধারণ সম্পাদকের নিকট আবেদন পত্র দাখিল করা হলে। কার্যনির্বাহী কমিটি তৎপর স্বীকৃতিদানের বিষয়টি বিবেচনা করবেন এবং স্বীকৃতি প্রদান করবেন।

বর্ণনামতে কোন স্বাধীনচেতা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সমূহকে ফেডারেশন উহার ক্ষমতা বলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে স্বীকৃতিদান ও স্বীকৃতি না মঞ্জুরের অধিকার সংরক্ষণ করে।

সদস্য পদ বাতিল ঃ

নিম্নে বর্ণিত কারণে ইউনিট এবং ব্যক্তিগত সদস্য পদ সমূহ বাতিল হবে ঃ

"ক" ইউনিট সদস্য ঃ

ক) ইচ্ছাকৃত ভাবে সদস্য পদ উঠাইয়া নিলে।

খ) রেয়াতী সময়ের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ না হলে।

গ) নির্বাহী কমিটির নিকট গ্রহণযোগ্য বৈধ কোন কারণ ব্যতীত জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ না করলে।

ঘ) প্রশাসনিক কারণে বহিস্কৃত হলে।

ঙ) ফেডারেশন এর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত পর পর দুই বৎসর বার্ষিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করিতে ব্যর্থ হলে।

"খ" অফিস কর্মকর্তা ও সদস্য পদের ঃ

ক) পদত্যাগ।

খ) মৃত্যু।

গ) নিম্নের কারণে বহিস্কার হলেঃ

১) দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতা।

২) যুক্তি সংগত কোন কারণ ছাড়া এক সংগে ৬ মাসের অধিক বিদেশে অবস্থান করলে।

৩) বৈধ কারণ সহ পূর্ব অনুমতি ছাড়া পর পর ৩টি সভায় যোগদানে ব্যর্থ হলে।

৪) কোন সদস্য অসদাচারণ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপরাধমূলক কাজের জন্য দণ্ড প্রাপ্তির জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক তাহাকে ব্যাখ্যা দানের সুযোগ দানের পর।

ধারা - ২৮

গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ

দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি এবং ভোটে সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অথবা বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে। সভায় নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ৫০ দিন পূর্বে সংশোধনের সকল প্রস্তাব লিখিতভাবে সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করতে হবে যিনি সভার কার্যসূচীতে সংশোধনী প্রস্তাব সমূহ অন্তর্ভূক্ত করে জারী করবেন।

ধারা - ২৯

ক) এই গঠনতন্ত্র কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে পূর্বের গঠনতন্ত্র অকার্যকর ও বাতিল বলে গন্য হবে।

খ) অকার্যকর গঠনতন্ত্র দ্বারা ইতিপূর্বে গৃহীত আইনানুগ সকল কার্যাদী, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এই গঠনতন্ত্র বলবৎ হওয়ার কারনে অবৈধ বলে গন্য হবে না।

--------- ০ ---------

০৬/২২/২০০৫